শ্যামলের
=স্বপ্ন=
B.T. AGENCY.

এম, ডি এণ্ড কোম্পানীর

সশ্রদ্ধ নিবেদন

এস, পি, সিণ্ডিকেটের প্রথম সামাজিক চিত্র !

শ্যামলের স্বপ্ন

কাহিনী ও প্রযোজনা ঃ সরোজ মুখার্জ্জি

সংলাপ ঃ মন্মথ রায়

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা ঃ রতন চ্যাটার্জ্জি

প্রধান-কর্ম্মসচীব ঃ সুধেন্দু দত্ত

কর্ম্মীসঙ্ঘ ঃ

চিত্রশিল্পে ঃ বিশু চক্রবর্ত্তী

শব্দযন্ত্রে ঃ গৌর দাস

সম্পাদনায় ঃ রবীন দাস

শিল্পনির্দ্দেশে ঃ শিবপদ ভৌমিক

আলোকসম্পাতে ঃ প্রমোদ সরকার

ব্যবস্থাপনায় ঃ সুধীর চ্যাটার্জ্জি

রসায়নে ঃ আর, বি, মেহতা
বীরেন দাশগুপ্ত

রূপসজ্জা ঃ সুধীর দত্ত

সহকারীবৃন্দ ঃ

পরিচালনায়—রামকৃষ্ণ হাজরা
কার্ত্তিক ঘোষ

চিত্রশিল্পে— বিমল চৌধুরী
কে. এ. রেজা

শব্দযন্ত্রে— সিদ্ধি নাগ

সঙ্গীতে— গোপাল দাসগুপ্ত

সম্পাদনায়— গোবর্দ্ধন অধিকারী

ব্যবস্থাপনায় ঃ সুরেন সাহ

গুরুদেবের দু'খানি গান

"যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন"

"মনে রবে কি না রবে আমারে"

(বিশ্বভারতীর সৌজন্যে)

সঙ্গীত-পরিচালনা ঃ

হরিপ্রসন্ন দাস

গীত-রচনা ঃ

৺অজয় ভট্টাচার্য্য

[ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত]

ভূমিকায় ঃ **সন্ধ্যারাণী ঃ পরেশ ব্যানার্জ্জি ঃ পারুল কর**

নিভাননী, রাজলক্ষ্মী (বড়), তুলসী চক্রবর্ত্তী, ফণী বিদ্যাবিনোদ, দিলীপ, রাজলক্ষ্মী (ছোট), অমর, দ্বারিক ঘোষ, করালী, জীবন মুখার্জ্জি, গৌতম মুখার্জ্জি, বেচু সিংহ, নবদ্বীপ হালদার প্রভৃতি।

পরিবেশক ঃ সানরাইজ ফিল্ম ডিষ্ট্রীবিউটার্স

৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(কাহিনী)

তরুণ মনের কত রঙীন স্বপ্নই না থাকে !

রাধানগরের তরুণ মৃৎ-শিল্পী শ্যামল রায়েরও ছিল। তার স্বপ্ন ছিল—নির্জ্জীব মাটিকে সে একদিন জীবন্ত ক'রে তুলবে তার কঠোর সাধনা দিয়ে—আর, সেই কঠোর সাধনার কোমল অবকাশে থাকবে, কোলাহল থেকে দূরে ছোট্ট একটি শান্তির নীড়, যেখানে থাকবে সে, আর—

শ্যামলদের পাশের বাড়ীর রিটায়ার্ড সাব্-জজ্ ভোলানাথ বাবুর নাতনী রাধা—তার ছেলেবেলার সাথী। এই প্রাণ-চঞ্চলা মেয়েটিকে ছেলের বৌ ক'রে আনবার খুব ইচ্ছে ছিল শ্যামলের মায়ের। এ-বিষয়ে রাধার পিসিমারও উৎসাহের অভাব ছিল না। আর রাধার পিসতুতো ভাই ভুলোর ত কথাই নেই—সে ছিল শ্যামলদার বাহন—তার মন্ত্রহীন শিষ্য—একলব্য !

কিন্তু—

রাধানগরের নায়েব মশায়ের চোখটি সামান্য দোরস্ত হ'লে কি হয়, মনটি খুব খারাপ ছিল না। তবে, নিজের মেয়েটিকে সৎ-পাত্রস্থ ক'র্ত্তে কে আর না চায় ? শ্যামলকে খুব পছন্দ তাঁদের—তাঁর আর তাঁর শিবদাসীর মায়ের। তাই আর্ট স্কুলের শেষ পরীক্ষা দিয়ে শ্যামল দেশে ফিরতে না ফিরতেই তিনি উঠে প'ড়ে লেগে গেলেন। সেদিন সন্ধ্যায়—

নদীর ওপারে ভাঙা শিব-মন্দিরের বাক্-সিদ্ধা ভৈরবীর মুখে রূঢ় কথা শুনে, একেই রাধার মনটা তেমন ভাল ছিল না, তার উপর বাড়ী ফিরে যখন সে শুনলে, তার আফিম আর গীতাভক্ত দাদুটিকে নায়েবকাকা বোঝাচ্ছেন যে সে-জেলার জজ সাহেবের সুন্দরী নাতনীর বিয়ে একটা ভবঘুরে, বাউণ্ডুলে পোটোর সঙ্গে হওয়া উচিৎ নয়,

বরং চেষ্টা কর্ল্লে, রাধানগরের তরুণ জমিদার ললিত মুখার্জ্জির সঙ্গে তার বিয়ে হ'তে পারে, তখন রাধা মোটেই খুসী হলো না। এই নিয়ে সে তার পিসিমার কাছে অনুযোগ ক'ল্লে আর পরের দিন সকালে শ্যামলের কাছে রাগ-অভিমান ক'র্ত্তেও বাকী রাখ্‌লে না।

এমন সময়—

ক'লকাতা থেকে সুখবর নিয়ে হাজির হলেন 'জীবন অনিতা' মামা, ইমর্ট্যাল ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর বিখ্যাত এজেন্ট, নিবারণ চক্রবর্ত্তী। তাঁর চেষ্টাতেই শ্যামল একদিন আর্টস্কুলে প্রবেশলাভ ক'রেছিল। তাই, যেদিন পুত্রাধিক এই ভাগিনেয়টির নিপুণ হাতে গড়া মূর্ত্তিগুলো অজয়গড়ের জমিদার রাজা রাজীবলোচন আর তাঁর বিদুষী মেয়ে আলোকলতা শিল্প-প্রদর্শনী থেকে কিনে নিয়ে গেলেন আর এই নবীন শিল্পীটির সঙ্গে পরিচিত হবার ইচ্ছা প্রকাশ কল্লেন, সেদিন মামার গর্ব্ব আর আনন্দ দুই-ই হ'য়েছিল।

সুতরাং—

অশ্রুমুখী রাধার কাছ থেকে বিদায় নিলো শ্যামল, কারণ জীবনে তার ঐশ্বর্য্যের প্রয়োজন রাধারই জন্য। যতদিন না সে নিজের কর্ম্মক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, ততদিন রাধা তার জন্য অপেক্ষা ক'রে থাকবে—এই নীরব প্রতিশ্রুতি শ্যামলের নব-যাত্রা-পথের পাথেয় হ'ল!

কিন্তু মানুষ গড়ে—বিধাতা ভাঙেন!

রাধানগরের জমিদারের সঙ্গে রাধার বিবাহের কথা এগিয়ে

চল্‌ছিল—নায়েবমশায় নিমিত্তমাত্র। রাধা কিন্তু তার কঠিন অনিচ্ছা প্রকাশ ক'রেছে — তাই, নাতনী-অন্ত-প্রাণ ভোলানাথবাবুও এ বিষয়ে আর জিদ্ করেন নি।

ঘটনাচক্রে একদিন হঠাৎ—

রাধা নিজের চোখে দেখ্‌লো শ্যামল আর রাজকুমারীকে একটা অতি ঘনিষ্ট পরিবেশের মধ্যে, নিজের কানে শুন্‌লো তারই প্রিয়তমের কাছে রাজকুমারীর প্রচ্ছন্ন প্রণয়-নিবেদন। মাথায় তার আগুণ ধ'রে গেল! যে ২৯শে অঘ্রায়ণকে সে দু'হাত দিয়ে ঠেলে রাখ্‌তে চেয়েছিল, তাকেই সে সাগ্রহে বরণ ক'রে নিলো! তারপর—

তারপর?????

———

—গান—

(১)

মনে রবে কি না রবে আমারে—
সে আমার মনে নাই, মনে নাই।
ক্ষণে ক্ষণে আসি তব দুয়ারে,
অকারণে গান গাই॥
চলে যায় দিন যতখন আছি,
পথে যেতে যদি আসি কাছাকাছি
তোমার মুখের চকিত সুখের—
হাসি দেখিতে যে চাই।
ফাগুনের ফুল যায় ঝরিয়া—
ফাগুনের অবসানে।
ক্ষণিকের মুঠি দেয় ভরিয়া—
আর কিছু নাহি জানে॥
ফুরাইবে দিন, আলো হবে ক্ষীণ,
গান সারা হবে গো, থেমে যাবে বীণ্,
যতখন থাকি, ভরে দিবে নাকি—
এ খেলার ভেলাটাই॥

—রবীন্দ্রনাথ।

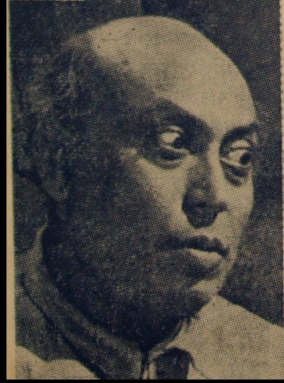

(২)

যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে,
বাইবো না মোর খেয়া তরী এই ঘাটে,
চুকিয়ে দেব বেচাকেনা, মিটিয়ে দেব লেনাদেনা,
বন্ধ হবে আনাগোনা এই হাটে
আমায় তখন নাইবা মনে রাখলে,
তারার পানে চেয়ে চেয়ে নাইবা আমায় ডাকলে ॥

যখন জমবে ধূলা তানপুরাটার তারগুলায়,
কাঁটালতা উঠবে ঘরের দারগুলায়,
ফুলের বাগান ঘন ঘাসের পরবে সজ্জা বনবাসের,
শেওলা এসে ঘিরবে দীঘির ধারগুলায়—

তখন এমনি ক'রেই বাজবে বাঁশী এই নাটে,
কাটবে গো দিন আজও যেমন দিন কাটে--
ঘাটে ঘাটে খেয়ার তরী, এমনই সেদিন উঠবে ভরি,
চরবে গোরু, খেলবে রাখাল ওই মাঠে।

তখন কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি।
সকল খেলায় ক'রবে খেলা এই-আমি।
নতুন নামে ডাকবে মোরে, বাঁধবে নতুন বাহুর ডোরে,
আসবো যাবো চিরদিনের সেই আমি।

—রবীন্দ্রনাথ।

(৩)

কি মায়া তব নয়নে আছে—
হৃদয়-দ্বারে সকলি যাচে!
কি কথা কহ নীরব ভাষে—
মোহিলে মোরে মোহিলে,
মোহিলে মোরে মালার বাসে!
পড়িনু ধরা তোমার কাছে—
তোমার কাছে॥

—৺অজয় ভট্টাচার্য্য

(৪)

ওরে হংসের পঙ্খীরে—প্রেমের দূতীরে!
পেয়েছি লিপি তার, তারে কহিও গিয়া।
সোণার কৌটায় যদি যতনে রাখি এ-লিপি—
মেটে না সাধ মম রাখিয়া।
পাঁজর চিরিয়া আমি বিরলে রাখিব গো--
আঁখির ধারা তাহে মাখিয়া॥
যাও বনের বাতাস রে—আমার নিশাস রে!
বঁধুরে ব'লো আমি রহি জাগিয়া॥

—৺অজয় ভট্টাচার্য্য।

(৫)

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো—
আকুল করিল মোর প্রাণ॥
নাজানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো—
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো—
কেমনে পাইব সই তারে॥
নাম-পরতাপে যার ঐছন করিল গো—
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার সেখানে থাকিয়া গো—
যুবতী-ধরম কৈছেরয়॥
পাসরিতে করি মনে পাসরা না যায় গো—
কি করিব কি হবে উপায়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কুলবতী কুল নাশে
আপনার যৌবন যাচায়॥

—চণ্ডীদাস

শ্রীসুশীল সিংহ কর্ত্তৃক এম, ডি এণ্ড কোম্পানীর তরফ হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং রাইজিং আর্ট কটেজ ১০৩নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা হইতে শ্রীকমল দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।